চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

চুয়াডাঙ্গা ১ ও ২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেলের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সাবেক ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ও যুগ্ম নির্বাচন পরিচালক কাইমু উদ্দিন হিরোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, নির্বাচন পরিচালক নূর মোহাম্মদ হোসেন টিপু, আইন বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি পারভেজ আলম, আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমীর মাহের আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমীর হাসিবুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, সদর উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শাহেন উজ্জামান ও পৌর জামায়াতের নায়েবে আমীর মাহবুব আশিক প্রমুখ।

অন্যদিকে বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও মজলিসে শূরার সদস্য রুহুল আমিনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক আজিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম, জীবননগর উপজেলা সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান ও জেলা কর্মপরিষদ সদস্য মহিউদ্দিন প্রমুখ।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমান জানান,

চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইতোমধ্যে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্যান্য আগ্রহী প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র উত্তোলন করতে পারবেন।

মেহেরপুর-১ ও ২ আসনে জামায়াত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মেহেরপুর-১ আসনের মাওলানা তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের নাজমুল হুদা মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলারসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

জামায়াতে ইসলামী সূত্রে জানা গেছে, দলটি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেহেরপুরের দুটি আসনে দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নামার জন্য মনোনয়নপত্র উত্তোলনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

মেহেরপুর ১ ও ২ আসনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসন থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের মনোনয়নপত্র তার পক্ষে উত্তোলন করেছেন তাঁর ছোট ভাই মারুফ আহমেদ বিজন।

একই দিনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রও উত্তোলন করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে প্রার্থী নাজমুল হুদার মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তাড. সৈয়দ এনামুল কবির তাদের হাতে তুলে দেন।

মেহেরপুরের পুরাতন দরবেশপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের পুরাতন দরবেশপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

দর্শনায় বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থকের জামায়াতে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দর্শনায় লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগের ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা যোগদান করেন। গতকাল রোববার বিকেলে দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের একটি মাদ্রাসায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতির একটি ভিশন আছে। আমাদের রাজনীতি যেনতেনো নয়। আমাদের দর্শন শুধু ভোটাভুটি না। আসমান-জমিন সবকিছু আল্লাহর, তাই এখানে আইন চলবে আল্লাহর। আমরা সকল জায়গায় আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম করতে চাই। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। আল্লাহর বিধান চালু হলে দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি মিলবে। ৫ তারিখের পরে আমাদের পেশা পরিবর্তন হয়নি, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। কিছু মানুষ আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে। আমরা টাকা ইনকামের জন্য রাজনীতি

করি না। আমরা মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চাই, সত্যের পথে থাকতে চাই। জামায়াতের কর্মীরা সবাই চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত। আমরা বলতে পারি আসুন আখিরাতের চিন্তা করে দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে বসবাস করি। তিনি বলেন, সব দল দেখা শেষ দাঁড়িপাল্লার বাংলাদেশ।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম মাস্টার, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আবুল কালাম, তিতুদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি লিটন হোসেন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সভাপতি শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মাসুদুর রহমান, ইউনিয়ন টিম সদস্য আলমগীর হোসেন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহাবুব হাসান। যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার।

লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

দর্শনার তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার জানান, লালনভক্তরা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেছেন। লালনভক্তরা লালনের কৃষ্টি–কালচারের মধ্যে দিন-দুনিয়া এবং ইসলামের কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম ও আল্লাহকে বুকে ধারণ করে যোগদান করেছেন। তাদের পাশে তারা সর্বদা থাকবেন। আজ ১০২ জন যোগদান করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের

গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেল ৪টার দিকে সুবিদপুর গ্রামের প্রধান প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইনসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

জামায়াত ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা জামায়াত আয়োজিত মহিলা সমাবেশে জেলা আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনীতি করার অপরাধে আমাদের ৫৫০ জন ভাই-বোন ও ছাত্রকে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে। অসংখ্য ছাত্রকে তারা গুম করেছে। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু আমরা বিজয়ী হওয়ার জন্য করছি না; বরং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশে ইসলামের রাজ কায়েমের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতনের অবসান হবে।

গতকাল শনিবার দর্শনা অঙ্কুর আদর্শ স্কুল মাঠে দর্শনা থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি রাশেদুন নাহার ববিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমীর রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ নির্যাতনের পর এমন সময়ে আমরা নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায় না, একজন বোন তার ভাইকে খুঁজে পায় না, একজন বাবা তার সন্তানকে খুঁজে পায় না।

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায় এটা মিথ্যা প্রচারণা।

জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কন্যাসন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক, জামায়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপু, থানা সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম, এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মহিলা নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের ২ নং ওয়ার্ডে জামায়াতের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী সভা এবং নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ডটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের পর সেখানে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার।

পরে প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে ২ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুরের ময়ামারিতে জামায়াত এমপি প্রার্থীর গণসংযোগ ও পথসভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ময়ামারি গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪টার দিকে ময়ামারি গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্বদেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমীর সোহেল রানা, সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলার সভাপতি আবুল হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়নের আমীর মহসিন আলী, সেক্রেটারী রকিবুল আলম মুক্ত প্রমুখ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

দর্শনায় জামায়াতের ব্যতিক্রমী আয়োজন: ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী

জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর ও জামায়াত মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চাই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দর্শনা অথবা দত্তনগরকেন্দ্রিক একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে রাস্তাঘাট বর্তমানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সুযোগ পেলে এগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করবো বিশেষ করে আমাদের যে হাইওয়ে রয়েছে তা ফোর লেনে উন্নীত করে যানজটমুক্ত করা হবে। কৃষকদের জন্য কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে চাই। আমাদের এলাকায়, বিশেষ করে দর্শনায় সরকারি হাসপাতাল নেই সুযোগ পেলে চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেব।

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতি মাসে কীভাবে বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায় সে ব্যবস্থাও নেব। কিশোর গ্যাং বা যুব গ্যাং যেন সমাজে তৈরি না হয় আমরা তার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে চাই। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে কেন্দ্রীয় জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব পেশায় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেসব ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। যেখানে নারীর উপস্থিতি বেশি, সেখানে তাদের কর্মঘণ্টা কমানো, বেবি কেয়ার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরও জানান, গত বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১ লাখ গাছ লাগানো হয়েছিল। ক্ষমতায় গেলে আমরা নিজেরা কোনো সরকারি গাছ কাটবো না, কাউকেও কাটতে দেব না।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা পৌর অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত “ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী” শীর্ষক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে যুব ও ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রায় ৬ শতাধিক যুবক অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন, ছাত্রশিবিরের প্রকাশনা সহকারী আব্দুর রহিম, দর্শনা থানা শাখার সভাপতি লোকমান হৃদয়, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ, মাজলিসুল মুফাছসিরিনের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল খালেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোঃ মাসুম বিল্লাহ।